কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

সোমালিয়ার জিহাদী সিংহদের প্রতি শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা এবং "আল-কুদস কখনোই ইহুদীদের হবে না" (القدس لن تهود) নামক ধারাবাহিক অপারেশনে তাদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞ বার্তা।

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। যিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন এবং এককভাবেই শত্রু বাহিনীর ঘাঁটিসমূহকে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর- যিনি জিহাদের আদেশ করেছেন ও তাঁর উম্মতকে শাহাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমনিভাবে দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ ও মর্যাদাসম্পন্ন সাথীগণের উপর।

হামদ ও সালাতের পর-

আমরা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীনের নেতৃত্বে থাকা সম্মানিত জিহাদী সিংহদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বিশেষ করে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি- শাইখ আবু উবাইদাহ আহমাদ উমর হাফিজাহুল্লাহ ও তাঁর ভাইদের প্রতি, যাঁরা তাদের জাতির সন্তানদের হৃদয়ে ত্যাগের চেতনা প্রজ্জ্বলিত করেছেন এবং কাফেরদেরকে বিতাড়ন করার মহান শিক্ষা দিয়েছেন। যাঁরা কাফেরদের সামরিক ঘাঁটি ও তাদের কৌশলগত কেন্দ্রগুলিতে বন্দুক ও গুলির সাহায্যে তীব্র আঘাত হেনেছেন। তাঁরা **"আল-কুদস কখনোই ইহুদীদের হবে না"** অপারেশন সিরিজের ধারাবাহিকতায় শত্রুদের ঘাঁটিগুলিতে তাদের ধারণাতীত পন্থায় অভিযান পরিচালনা করেছেন। যা শুরু হওয়ার পূর্ণ এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা আমাদের সম্মানিত উদার জাতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই অপারেশন সিরিজের সূচনা করেছিলেন সোমালিয়ার মুজাহিদগণ। এরপর তাঁদের ভাইয়েরা মালি, নাইরোবি, আজলহক এবং বালাদ্বাইক্বিতে তাঁদের অনুসরণ করেছেন।

সর্বশেষ (যদিও এটা সর্বশেষ নয়) তাঁদের ভাইয়েরা ১৪৪১ হিজরীর গত ১০ই জমাদিউল-আউয়াল 'মান্দা-বে' তে উক্ত অপারেশনের ধারাবাহিকতায় একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। সেখানে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীনের মুসলিম সিংহ পুরুষরা লামু প্রদেশের (মান্দা) উপসাগরে ক্রুসেডার মার্কিন নৌবাহিনীর (সিম্বা) সামরিক নৌ-ঘাঁটি পুড়িয়ে দিয়েছেন, কয়েক ডজন ক্রুসেডার আমেরিকান কাফেরকে হতাহত করেছেন এবং ক্রুসেডারদের অনেক সামরিকযান, গাড়ি ও বিমান ধ্বংস করেছেন। মুজাহিদগণের এই অভিযান এতোটাই দুর্দান্ত এবং ইসতেশহাদী হামলাগুলো এতই চমৎকার ছিল যে, তা যবানে বর্ণনা করা বা কলমের ভাষায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

"বাড়ি ঘর উজার করে নিজ ইচ্ছার উপর অটল থাক

তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং প্রতিশোধ গ্রহন কর।

তাদের মাঝে প্রবেশ করে তাদের সৈন্যদের ধ্বংস করে দাও

আমেরিকান সৈন্যদের মাঝে প্রবেশ করে তাদের ব্যস্ত রাখ।

তীব্র যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই কাফেরদের আতঙ্কিত করে না

তাই বন্দুক ও গুলির সাহায্যে তাদের ঘাঁটিসমূহে অভিযান চালাও।

ঐ ব্যক্তিকে মৃত্যু ব্যতিত অন্য কোন জিনিস আল কুদস বিজয় করা থেকে ফিরাতে পারবে না

যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিজের জান বিক্রি করে দিয়েছে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।"

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

সোমালিয়ার জিহাদী সিংহদের প্রতি শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা এবং "আল- কুদস কখনোই ইহুদীদের হবে না" (القدس لن تهود) নামক ধারাবাহিক অপারেশনে তাদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞ বার্তা।

হে মুসলিম উম্মাহ! নিঃসন্দেহে আল- কুদস (জেরুজালেম) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেরাজের নৈশ ভ্রমনের অবস্থানস্থল এবং সেখানে তাঁর পবিত্র কদম মুবারকের পদচিহ্ন বিদ্যমান। অথচ আজ কাফেররা আমাদের সমগ্র জাতির সামনে তাকে ইসরাঈলের ঘাঁটি এবং জারজ ইহুদী রাষ্ট্রের রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করেছে।

হে মুমিনগণ! এটা হল সমসাময়িক জায়নিষ্ট ক্রুসেড যুদ্ধ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা' আলার সন্তুষ্টির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে বড় ধরণের জিহাদী অপারেশন পরিচালনা না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রা থামবে না। সুতরাং ক্রুসেডারদের মাথায় আঘাত করুন এবং তাদের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করুন।

আমরা হলাম এক জাতি, আমাদের প্রভু এক, কা' বা এক, পথ পদর্শনকারী কিতাব এক, আমাদের কালিমা এক, আমাদের শত্রুও এক, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সাথে ক্রুসেডারদের শত্রুতা অনেক পুরোনো, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তা সুবিস্তৃত, তাই কিয়ামত অবধি ক্রমান্বয়ে তা বিস্তৃত হতেই থাকবে। তাই আসুন! আমরা সবাই এক কাতারবন্দী হয়ে বিভিন্ন ঘাঁটি এবং মোর্চায় এই জায়নবাদী ক্রুসেডার শত্রুর মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাই।

আজ জায়নবাদী ক্রুসেডাররা পঙ্গপালের মতো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তারা আমাদের জাতিকে টার্গেট করে করে হামলা করছে। তারা যেমনি সারা বিশ্বে আমাদের মুসলিম জাতিকে টার্গেট করে হামলা করছে, ঠিক তেমনি এখন মুসলিম উম্মাহর জন্যও অপরিহার্য কর্তব্য হলো: সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জায়নবাদী ক্রুসেডারদের উপর আঘাত হানা। কারণ, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এক দেহের মতো। যদি দেহের এক অঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে দেহের অন্যান্য অঙ্গগুলোও তার ব্যাথায় ব্যাথিত হয়।

হে বিশ্বের সর্বত্র অবস্থানরত মুসলিম আলেমগণ! এই পবিত্র যুদ্ধে আপনাদের সঠিক অবস্থান হচ্ছে, আপনারা জিহাদে গভীরভাবে নিমিগ্ন হবেন। এর গতিপথকে নেতৃত্ব দিয়ে পরিচালিত করবেন। জিহাদ ও আমলের ভাষায় আপনাদের ইলম ও ঈমানকে ব্যাখ্যা করবেন। উম্মাহর হৃদয়ে ইসলামের মানসিকতা ও অনুভূতি জাগিয়ে তুলবেন।

আপনাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য বলছি- আপনাদের মুজাহিদ সন্তানরা এই মুসলিম উম্মাহর সম্মুখভাগেই রয়েছে। যারা আপনাদের অবিচলতা ও প্রত্যাবর্তনের প্রহর গুণছে, যাতে তারা জ্বলন্ত অঙ্গার থেকে অধিক উষ্ণতার পরিস্থিতিতেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে। কারণ, আপনাদের মাধ্যমেই এই পথচলা দৃঢ়তা পাবে। ভারসাম্যতা, হিকমাহ ও ন্যায়ের বুঝগুলো গভীরতায় পৌঁছাবে। তাই আপনারা জাগ্রত হোন এবং ইসলামের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রসমূহে দৃঢ়ভাবে অংশগ্রহণ করুন।

হে আমাদের ফিলিস্তিনী ভাইয়েরা! বর্তমানে প্রত্যেক চক্ষুষ্মান/সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তিদের কাছে এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যারা তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, তারা শুধু ইহুদীরাই নয় বরং তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইহুদীদের দোসর ও জায়নবাদী মুরতাদরাও সমানভাবে সাহায্য করেছে।

নিশ্চয়ই আমাদের কুদসকে ফিরিয়ে আনা, যা আপনাদেরও কুদস, আমাদের ঘরসমূহকে ফিরিয়ে আনা, যা আপনাদেরও ঘর– শুধু একটি আন্দোলন অথবা একটা দলের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং এর জন্য আবশ্যক হলো: সবার মাঝে ' এক উম্মাহ' র মানসিকতা জাগিয়ে তোলা এবং তা সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা। যাতে তারা উম্মাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক ঘাঁটিতে যুদ্ধ করতে পারে। প্রত্যেক দেশে ক্রুসেডারদের উপর আক্রমণ করতে পারে।

হে আমাদের ভাইয়েরা! আমরা আপনাদের সাহায্যকারী। তাই আপনারাও আমাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। আমরা একটি ফরজ বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনাদের সাথে একত্রিত হয়েছি, সুতরাং আপনারা কোনো নফল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

সোমালিয়ার জিহাদী সিংহদের প্রতি শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা এবং "আল- কুদস কখনোই ইহুদীদের হবে না" (القدس لن تهود) নামক ধারাবাহিক অপারেশনে তাদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞ বার্তা।

যাবেন না। আমরা ও আপনারা ইসলামকে উঁচু করতে চাই। সুতরাং যে হাত ইসলামকে নিচু করতে চাইবে, আমরা সেই হাত ভেঙ্গে দিবো।

গুনাহের কারণে দুর্বল কিন্তু রবের সাহায্যে শক্তিশালী আপনাদের **'কায়েদাতুল জিহাদ'** এর ভাইয়েরা, আপনাদের ক্ষতস্থানের প্রবাহিত রক্ত নিজ হাতে স্পর্শ করে শপথ করছে, সম্মানিত স্থানগুলোকে ফিরিয়ে আনা এবং আল্লাহ তা' আলার শরীয়া প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত দুঃখ- কষ্ট ও বিপদাপদ তারা মাথা পেতে মেনে নিবে। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা' আলার কাছে দু' আ করছি- তিনি যেন আমাদেরকে আপনাদের পবিত্র স্থান, সম্মান, দ্বীন ও আপনাদের জান- মাল রক্ষার জন্য উৎসর্গিত হওয়ার তাওফীক দান করেন।

আর এই বরকতময় যুদ্ধ ও তার ফলাফলগুলোর ব্যাপারে কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ না করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত মিডিয়াগুলো যে আমেরিকা ও ইহুদীদের দালালি করছে, তা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে আল- জাজিরা চ্যানেল ও তার মত অন্যান্য চ্যানেলগুলো, যারা জিহাদ এবং মুজাহিদদের ব্যাপারে তাদের শত্রুতা স্পষ্ট করেছে এবং তারা আমেরিকা ও তার দেয়া শিক্ষার গোলাম হয়ে গেছে।

আমরা আমাদের মুসলিম ভাইদের সাথে ওয়াদা করছি যে, এই আল- জাজিরা চ্যানেলের ব্যাপকভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, বিশেষ করে মুজাহিদ ও জিহাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের ব্যাপারে ধারাবাহিক ভিডিও প্রকাশ করব, ইনশা আল্লাহ।

আমাদের সর্বশেষ বার্তা হচ্ছে- ক্রুসেডার আমেরিকা ও ইহুদী ইসরায়েল এবং অন্য সমস্ত জায়নবাদী ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলোর প্রতি! আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা' আলার নামে শপথ করে বলছি, আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ অথবা হুমকিপ্রদান কখনোই আমাদেরকে এই ধারাবাহিক অভিযান থেকে দমিয়ে রাখতে পারবে না, যতক্ষণ না আমরা বিজয় অথবা শাহাদাত লাভে ধন্য হই। আমরা তোমাদেরকে ইমাম উসামা বিন লাদেন রহ.এর কসমের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যা আলহামদুলিল্লাহ, ইতিমধ্যেই সত্যে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায় আগত ভবিষ্যৎ অবশ্যই তোমাদের উপর আরো অনেক কঠিন, নিকৃষ্টতর ও কষ্টদায়ক প্রমাণিত হবে। নিশ্চিত বিশ্বাস রাখ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা' আলার শক্তি ও সাহায্যে আমরা তোমাদেরকে ভ্রষ্টতা থেকে বের হয়ে আসার জন্য বাধ্য করব। তাই এখন যে সতর্ক হবে, সেই ক্ষমা পাবে।

পরিস্কারভাবে আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব।

সুতরাং হে ক্রুসেডাররা, অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম...!

জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী

জানুয়ারী ২০২০ ইংরেজী